শ্রীরামচন্দ্র মিশন®
ইকোজ ইন্ডিয়া
মার্চ ২০০৯ | কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত | ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা

প্রণাম,

এ এক নিঃসন্দেহে সুখবর যে, আমাদের এই সংবাদপত্র ইতিমধ্যে অনেক অভ্যাসীর কাছে পৌঁছে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, দেশের বিভিন্ন কোণে ' ইকোজ ইন্ডিয়া ' এক পরিচিত নাম। নানা অঞ্চল থেকে সংবাদ ও লেখার ঢেউ আসতে শুরু করেছে । তাই সম্পাদনার ক্ষেত্রেও আমদের পরিতৃপ্তি অনেক।

জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী গুরুদেবের জন্য খুব ব্যস্ততম মাস। এই সংখ্যার সম্পাদনার কাজ চলাকালীন তিনি দেশের নানা স্থান ভ্রমণ করে, সম্প্রতি উত্তর ভারত পরিক্রমা করছেন।

পূজনীয় লালাজী মহারাজের জন্মদিন পালন, ZIC/CIC আলোচনা চক্র, অসংখ্য অভ্যাসী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, VBSE অনুষ্ঠান, এবং বাঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত যুব-শিবির সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ ও লেখা এবারের সংখ্যায় স্থান পেয়েছে । সাহাজাহানপুর আশ্রম এবারের 'জ্যোতির্বিন্দু'র অন্যতম আকর্ষণ । 'Whispers From The Brighter World' দ্বিতীয় খণ্ড আগামী ৩০শে এপ্রিল ২০০৯এ প্রকাশিত হতে চলেছে । এ হল আমদেরকে গুরুদেবের এক অনন্য উপহার।

আগামী 'মে' মাসের সংখ্যার জন্য লেখা ও সংবাদ পাঠানোর শেষ তারিখ ১৫ই এপ্রিল ২০০৯ । যাবতীয় সংবাদ ও লেখা নিজ নিজ ZIC র মাধ্যমে পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে ।

শ্রদ্ধান্তে,
সম্পাদকমন্ডলী।

জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী ২০০৯ এ গুরুদেবের সফর বৃত্তান্ত

পোঙ্গাল উৎসবের সময় গুরুদেব এবার চেন্নাইতে ছিলেন। অনেক অভ্যাসী তাঁর সঙ্গে ছুটিতে মানাপাক্কাম আশ্রমে দেখা করতে আসেন। এই সময় গুরুদেব বেশ কয়েকটি বিবাহ সম্পন্ন করান। ১৯ শে জানুয়ারী সড়ক যোগে তিনি রামাপুরমে যান (১৯৯১ সালে এখানে তিনি আশ্রমের উদ্‌ঘাটন করেন)। সৎসঙ্গ শেষ করে, একঘন্টার পথ – চিত্তুর রওনা হন। সেখানে ১১০০ অভ্যাসীর উপস্থিতিতে তিনি সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন । সৎসঙ্গ-এর পর তাঁর থাকার উদ্দেশ্যে নির্মিত কুটিরের উদ্‌ঘাটন করেন । এক ব্যক্তিগত কথোপকথনের সময়, মৃত্যু সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, লোকে যেমন ট্রেনে সফরের সময় মাঝপথে কেউ নামে, কেউ ওঠে অথচ তাতে আমাদের কোনও ভ্রূক্ষেপ হয় না, ঠিক সেইভাবেই আমাদের উচিত প্রিয়জনের বিয়োগ-বেদনা স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করা, যাতে তা অভ্যাসীর আত্মিক বিশুদ্ধতায় সাম্য অবস্থার ব্যাঘাত না ঘটায়।

কিছু সময় বিশ্রামের পর, গুরুদেব আবার সন্ধ্যার সময় সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণে তিনি সকলকে পরিবর্তনকে স্বীকার করে নিতে উৎসাহ দেন এবং এও বলেন যে, এরজন্য আমাদের উচিত ধ্যান করা । ২০শে জানুয়ারী সকালে সৎসঙ্গ পরিচালনা করে গুরুদেব তিরুপতি রওনা হন । তিরুপতিতে সমবেত ১৫০০ অভ্যাসীর মধ্যে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং বক্তব্য পেশ করেন। ঐ দিন নিজের কুটিরে তাঁকে বেশ উৎফুল্ল দেখাছিল। তিনি ' ইকোজ ইন্ডিয়া ' র জানুয়ারী ২০০৯ সংখ্যার দিকে তাকিয়ে, তাতে প্রকাশিত ছবির পরিপ্রেক্ষিতে একেবারে স্মৃতির অতলে চলে যান। মধ্যাহ্নভোজের পর তিনি চিত্তুরের উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং পরদিন সকালে চেন্নাই পৌঁছান।

২৩শে জানুয়ারী গুরুদেব আমেদাবাদ পৌঁছান । ২৪শে জানুয়ারী সকালে আদালজ আশ্রমে ধ্যান কক্ষের দিকে যাবার সময় গুরুদেব অভ্যাসীদের মৌন-মুখর শান্ত সমাবেশ দেখে মুগ্ধ হন, যারা তাঁর আসার আগেই ধ্যান কক্ষে পৌঁছে গিয়েছিল । সৎসঙ্গ-এর পর ভগিণী রঞ্জনা মেহেতার শ্রুতিমধুর ভজন পরিবেশনা উল্লেখযোগ্য। যদিও আমরা ভেবেছিলাম যে, গুরুদেব হয়তো সন্ধ্যায় বিশ্রাম নেবেন, কিন্তু আমাদের হতবাক্ করে দিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন যে, সেখানে তাঁর উপস্থিতির দিনগুলোতে মোট পাঁচটি সৎসঙ্গ তিনি পরিচালনা করবেন। এই ঘটনা মিশনের অভ্যাসী ও কর্মকর্তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, মিশনের কাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এ ধরনের জরুরী মানের মানসিকতা গড়ে তোলা এবং আমাদের অস্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে আধ্যাত্মিক দিকের অপরিসীম গুরুত্বের প্রতি সম্যক পরিচিত হওয়া অতি আবশ্যক।

২৬শে জানুয়ারী, সকালে সৎসঙ্গ-এর পর গুরুদেব গুজরাটি তরুণ-তরুণীদের পরিবেশিত 'গর্‌বা' এবং 'রাস' (পরম্পরাগত গুজরটি নৃত্য) উপভোগ করেন। এরপর তিনি গুজরাট ও আশেপাশের কেন্দ্র থেকে আসা ১৪০ জন প্রশিক্ষকদের নিয়ে এক আলোচনায় অংশ নেন। যেখানে তিনি সিটিং দেবার পাশাপাশি কিছু বক্তব্যও রাখেন। তিনি যারপরনাই ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত ছিলেন এবং সামান্য বিশ্রামের পর সম্ভবতঃ নীরবে শান্ত মধুর সন্ধ্যা উপভোগ করেন। ২৭শে জানুয়ারী, বিকেলে গুরুদেব দিল্লী পৌঁছান। ২৮এর সকালে তিনি জোনাল আশ্রম পরিদর্শন করেন এবং সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রায় ২৫০০ অভ্যাসী সৎসঙ্গে সমবেত হন। সৎসঙ্গ চলাকালীন জনৈক অভ্যাসীর মোবাইল ফোন বেজে ওঠে । সৎসঙ্গ শেষ হলে গুরুদেব সেই অভ্যাসীকে মঞ্চের কাছে আসতে অনুরোধ করেন এবং ধ্যান কক্ষে উপস্থিত সব অভ্যাসীর কাছে ক্ষমা চাইতে বলেন। ২৯শে জানুয়ারী গুরুদেব মোরাদাবাদ পৌঁছন । শতাধিক অভ্যাসী রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে গুরুদেবকে অভ্যর্থনা জানায়। ঐ দিন গুরুদেব রুদ্রপুরে রাত কাটান এবং ৩০শে জানুয়ারী সকালে প্রাতঃরাশের পর সৎ কোল রওনা হন।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন®
ইকোজ ইন্ডিয়া
গুরুদেবের সফর
মার্চ ২০০৯ কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা

সৎ কোলে গুরুদেবকে সঙ্গীতের মাধ্যমে স্বাগত জানানো হয়। কষ্টকর পথচলা সত্ত্বেও গুরুদেব অভ্যাসীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং বিনয়ভাবে নানা খোঁজখবর নেন। হিন্দু ক্যালেন্ডার মতে ৩১শে জানুয়ারী ছিল শ্রদ্ধেয় লালাজী মহারাজের জন্মদিন। 'এ হল পবিত্রতম পবিত্র বসন্ত '–গুরুদেব মন্তব্য করেন। একজন অভ্যাসী তাঁকে একটা পাহাড়ী টুপি উপহার দেন। তিনি বেশ উৎফুল্ল হয়ে টুপিটি পরেন এবং মাঝে মাঝে তা নেড়েচেড়ে ঠিকঠাক বসিয়ে নেন। ১লা ফেব্রুয়ারী গুরুদেব বিবেকানন্দ স্মৃতি খ্যাত আলমোড়া পরিদর্শন করেন। স্মৃতিসৌধের পাশ দিয়ে যাবার সময় গুরুদেব বলেন "এখানে আমি ১৯৫৮ সালে ধ্যান করি। এ হল সহজমার্গে যোগ দেবার ঠিক ছ'বছর আগে। আমি সুনিশ্চিত যে স্বামী বিবেকানন্দ এই খানেই পদার্পন করেছিলেন।"

জনৈক আভ্যাসীর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজের পর গুরুদেব অপেক্ষারত কিছু অভ্যাসীর সঙ্গে সময় অতিবাহিত করেন। একজন ছাত্র প্রশ্ন করেন পড়াশোনা ও ধ্যানের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনটা ? উত্তরে গুরুদেব বলেন, "একজন ছাত্রের উচিত পড়াশোনায় মন দেওয়া"। জনৈক ভগিনী জানতে চান যে, কি করে সে তার স্বামীকে ধ্যান শুরু করাতে পারে। "জোর করবে না, নিজে সাধনা করে পূর্ণমানের ব্যক্তিত্ব অর্জন করো, দেখবে তোমার স্বামী তোমার মত হতে চাইবে।"

পাশ্চাত্যের ক্যালেন্ডার মতে ২রা ফেব্রুয়ারী শ্রদ্ধেয় লালাজীর জন্মদিন। সৎসঙ্গ শেষ হতেই একজন অভ্যাসী অন্যসব কাজ করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। গুরুদেব বলেন, "সৎসঙ্গ শেষ হওয়ার সাথে সাথে কখনো অন্য কাজ শুরু করা ঠিক নয়, আম াদের উচিত প্রাপ্ত অবস্থার উপর মনন করা।"

তিনি লালাজী মহারাজের জীবনের উপর একটা DVD প্রকাশ করেন এবং সহজমার্গের গুরুপরম্পরার ভিত্তিতে পরিবেশিত এক ছোট্ট নাটিকা উপভোগ করেন। তিনি ভাষণ দেন এবং 'Whispers – ২য় ও ৩য়' খন্ড প্রকাশের কথা ঘোষণা করেন। ৩রা ফেব্রুয়ারী গুরুদেব সুদৃশ্য নৌকুচিয়াতাল পরিদর্শন করেন। কথা ছলে তিনি বলেন, " যাদের মুখে ভ্রূকুটির ছাপ রয়েছে, তাদের এড়িয়ে থাকা ভালো। সন্তদের মুখচ্ছবি সদানন্দময়। সঠিক লোকের বিশ্বাসভাজন হওয়া, সঠিক সময়ে সততা এবং ন্যায়পরায়ণতা সুদুরপ্রসারী আধ্যাত্মিকতার জন্ম দেয়।"

৫ই ফেব্রুয়ারী গুরুদেব দিল্লীর পথে হাপুরে এক আশ্রমের উদ্‌ঘাটন করেন।

৭ই ফেব্রুয়ারী, গুরুদেব সোনেপত আশ্রম উদ্‌ঘাটন করেন। তিনি খুব খুশী এবং হাল্কা মেজাজে ছিলেন। সৎসঙ্গ এর পর তাঁর ভাষণে তিনি বলেন, নীরবতা ঈশ্বরের ভাষা, অথচ প্রেমের কোনও ভাষা নেই। নিয়মানুবর্তিতা ব্যতীত কখনও প্রেম সম্ভব নয়, আর আধ্যাত্মিকতা বিনা নিয়মানুবর্তিতা আসতে পারে না। তিনি এক সত্যের সমর্থন করতে গিয়ে বলেন, প্রেমের কোনও ধর্ম নেই, আকার নেই, তাই একমাত্র বিভেদ–বিহীনতার মাধ্যমে উদ্ভুত এই প্রেম যা আমাদের সকলের হৃদয়ে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ ও প্রেম উৎসারিত করতে পারে। ভ্রাতা গুরুপ্রীতের সুরেলা কন্ঠের বেশ কিছু ভক্তিসংগীত সমগ্র কক্ষে এক অভুতপূর্ব পরিবেশ রচনা করে।

৮ই ফেব্রুয়ারী গুরুদেব জয়পুর পৌঁছান। অভ্যাসীরা তাঁকে ক্ষণিকের দর্শনের জন্য সারবেঁধে দাড়িয়ে ছিল এবং তিনি পৌঁছানো মাত্র সকলের মুখ আনন্দে ভরে গেল। ১০ই ফেব্রুয়ারী সকালে তিনি প্রায় ২৩০০ অভ্যাসীদের নিয়ে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। অভ্যাসীরা গুরুদেব আসার আগেই ধ্যানকক্ষে সমবেত হয়েছিল। নামকরণের জন্য কিছু অভ্যাসী তাদের শিশুদের নিয়ে এসেছিল। তিনি বলেন যে, এখন থেকে তিনি বাচ্চাদের নাম তবেই ঠিক করবেন যদি বাচ্চার মা–বাবা নামের পিছনে পদবী ব্যবহার না করেন। একজন ভগিণী বলেন, তার স্বামী এখনও মিশনে যোগ দেয়নি, উত্তরে গুরুদেব বলেন, সে অবশ্যই আসবে। "নেতিবাচক চিন্তার জন্যই এই বিলম্ব, তোমার উচিত ছিল তাকে নিয়ে আসা"।

১১ই ফেব্রুয়ারী সকালে সৎসঙ্গ–এর পর মহাভারতের উপাখ্যানের উপর প্রস্তুত করা এক নাটক পরিবেশিত হয় যার বিষয় ছিল "লক্ষ্য"। ঘরোয়া পরিবেশে কথাবার্তার সময় গুরুদেব বলেন– পূর্ব নির্ধারিত জীবন বলে কিছু নেই। অর্থাৎ সবকিছু ঘটতে পারে, তবে যা হবে তা আমাদের 'ইচ্ছার' উপর নির্ভরশীল।

১২ই ফেব্রুয়ারী দুপুরে গুরুদেব জয়পুর থেকে দিল্লী জোনাল আশ্রমে আসেন। তিনি সন্ধ্যায় সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। চারদিকে যেন এক উৎসবমুখর পরিবেশ। এই প্রথম গুরুদেব কটেজে রাত কাটালেন। সকালে সৎসঙ্গ পরিচালনা করে তিনি সোজা ভোপাল রওনা হয়ে যান।

১৫ই ফেব্রুয়ারী ভোপালে তিনি ধ্যান কক্ষের উদ্‌ঘাটন করেন। ভোপাল থেকে ১৫ কিমি দূরে আদমপুর চাউনি গ্রামে এই আশ্রম অবস্থিত। সৎসঙ্গের পর তিনি দুটি বিবাহ সম্পন্ন করেন। এর পর তিনি সড়কযোগে ইন্দোর রওনা হন। ১৬ই ফেব্রুয়ারী তিনি ইন্দোর আশ্রমে ধ্যানকক্ষের উদ্‌ঘাটন করেন। ভ্রাতা অজয় ভট্টর তাঁর ভাষণে বলেন, আশ্রম ধ্যানের জন্য ব্যবহার করতে হবে আর গুরুদেবের প্রতি আমাদের লক্ষ্য স্থির রেখে তাঁকে আমাদের অন্তরে খুঁজতে হবে । তিনি আরও বলেন যে, আগামী দিনগুলিতে অনেক লোক আধ্যাত্মিকতায় প্রবেশ করবে। এই আশ্রম শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। এখানে প্রায় ৮০০ জনের বসার সুবিধা রয়েছে। ১৮ই ফেব্রুয়ারী গুরুদেব মুম্বাই রওনা হয়ে যান। ১৯শে ফেব্রুয়ারী কোলকাতা যাওয়ার আগে সেখানে তিনি একদিন অতিবাহিত করেন। দীর্ঘ সফরের পর তিনি কোলকাতায় একটু বিশ্রাম নিয়ে অন্যত্র যাত্রা শুরু করবেন।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন®
ইকোজ ইন্ডিয়া
প্রধান কার্যালয় সংবাদ
মার্চ ২০০৯ কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফলাফল

২০০৮এ আয়োজিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় দেশব্যাপী প্রায় ৭৫০০০ ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহন করে। এই প্রতিযোগিতার ফলাফল সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দী ইংরাজী সহ নানা আঞ্চলিক ভাষায় এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ছোটদের জন্য বিষয় ছিল "সত্যই শৌর্য্য" এবং বড়দের জন্য বিষয় ছিল "আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস একজনের চরিত্র নির্মাণ করতে পারে"। ছোটদের মধ্যে ইংরাজী ভাষায় যোগদানকারীদের মধ্যে বিজেতারা হল – আকাঙ্ক্ষা (পুনে), অমল (দিল্লী), সুষমা (হায়েদ্রাবাদ), অরুণ (ভাদাগ্রা, কেরালা), দেবপ্রিয়া (রাঁচি), দিব্যা (গাজীপুর), নাইনা (মোহালি), সনিকা (নাসিক) এবং সিদ্ধান্ত (শক্তিনগর, ইউ. পি)।

আর বড়দের বিভাগে বিজেতারা হল – অনুরাধা (নৈনিতাল), নরেশ (জয়পুর), সামিনা (ইন্দোর), অনুপ (নমক্কাল, তামিলনাড়ু), দিব্যা (নয়ডা), ইশিকা (কুলু, এইচ. পি), কীতন (চেন্নাই), স্নেহাল (পুনে) এবং বরুণ (জলন্ধর)।

নতুন প্রকাশনা

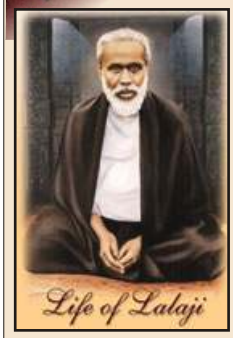

'Life of Lalaji'র উপর এক সেট DVD ও বই

'লালাজীর জীবন' – এর উপর এই DVD সেট ও বই তাঁর জন্মদিনে সম্প্রতি প্রকাশ করতে পেরে আমরা খুবই প্রীত। লালজীর জীবনের উপর পুনে কেন্দ্রের অভ্যাসীদের দ্বারা অভিনীত এক তথ্যচিত্র ভিডিও ক্যাসেট হিসাবে অনেক আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু নিরন্তর চাহিদার তাগিদে এই তথ্যচিত্র আবার ডিভিডি ও বইয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করা হল। তাছাড়া কিছু বিরল ছবিও প্রকাশিত হয়েছে।

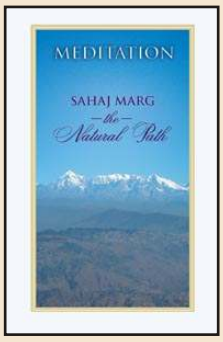

সহজ মার্গ পুস্তিকা

নতুনদের মধ্যে সহজমার্গের পরিচিতি করানোর জন্য এই পুস্তিকা খুবই সুন্দর। সহজ মার্গে যোগ দিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের মধ্যে এই পুস্তিকা অনায়াসে দেওয়া যেতে পারে। সহজ মার্গে মূল বৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এতে রয়েছে। তাছাড়া এতে সহজ মার্গ কেন্দ্রগুলির স্থানীয় যোগাযোগের ঠিকানারও উল্লেখ করা আছে।

ভারতে মিশনের কাজকর্মের এক পর্যালোচনা

তামিলনাড়ুর কৃষিভিত্তিক উৎসব পোঙ্গালের এক সপ্তাহ আগে বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রম নানারকম কার্যক্রমের এক সাক্ষী হয়েছিল। মিশনের প্রায় ২০০ কর্মকর্তা তথা কার্যকরী কমিটির সদস্য, সারা দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রের ZIC/CIC রা গত ১০ই জানুয়ারী থেকে ১২ই জানুয়ারী ২০০৯– তিনদিন ব্যপী এক পর্যালোচনা সমাবেশে সমবেত হন। ১০ই জানুয়ারী গুরুদেব ZIC – দের সমাবেশে ভাষণ দেন এবং পরদিন আবার তিনি উপস্থিত সকলের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন। দুটি ভাষণেই তিনি মিশনের ক্রমহ্রাসমান নিয়মানুবর্তীতার উল্লেখ করে বলেন যে, যদি নিয়মানুবর্তীতাকে গুরুত্ব দেওয়া না হয় তাহলে মিশনের অবনমনের বিপুল সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া দুষ্কর হতে পারে। চার দশক অতিক্রম করে যাওয়ার পরও আজ মিশনে জাতিভেদের মানসিকতা অবলুপ্ত হয়নি। এজন্য একসময় ১৯৬৬ সালে আমরা বাবুজীকে আক্ষেপ করতে শুনেছি যে জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে অভ্যাসীদের একত্র করতে তিনি প্রায় 'ব্যর্থ'।

গুরুদেব বলেন, যদি ঐশী উপায়ে আমরা গুরুদেবকে ভালোবাসতে না পারি, তাহলে তাঁর করুণা আকর্ষণের অন্যতম সহজ পথ হল সেবা প্রদান করা। সার্বিকভাবে দেখতে গেলে, আমাদের বাহ্যিক পরিবর্তন না আসার জন্য গুরুদেবের এ হেন বেদনাময় অভিব্যক্তি খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আর এই অভিব্যক্তির প্রকাশ তাঁর মুখে একাধিকবার উচ্চারিত হয়েছে। CIC দের কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের সামনে অনেক রকম তথ্য পরিবেশন করা হয়েছিল, যাতে কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা, হিসাব নিকাশ, প্রকাশনা, নিরাপত্তা, সদস্যভুক্তি বিষয়ক যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়ের উল্লেখ ছিল। অংশগ্রহণকারীরা ভাববিনিময়ের মাধ্যমে প্রতিটি বিষয়ের সংশয় দূর করার অবাধ সুযোগ পান। এ হেন কর্মশালা প্রত্যেক দুবছর পর একবার অনুষ্ঠিত হওয়ার এক পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

বিশেষ প্রকাশনা

'Whispers from the Brighter World – A Second Revelation'

আগামী ৩০শে এপ্রিল ২০০৯এ প্রকাশিত হবে। পূজ্য গুরুদেব আমাদের এই সংস্করণ কম অনুদানে সংগ্রহ করার সুযোগ দিয়েছেন। এ বিষয়ে SRCM এর স্থানীয় কর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন®
ইকোজ ইন্ডিয়া
আঞ্চলিক কার্যক্রম
মার্চ ২০০৯ কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা

পূজ্য লালাজী মহারাজের জন্মদিন উদ্‌যাপন

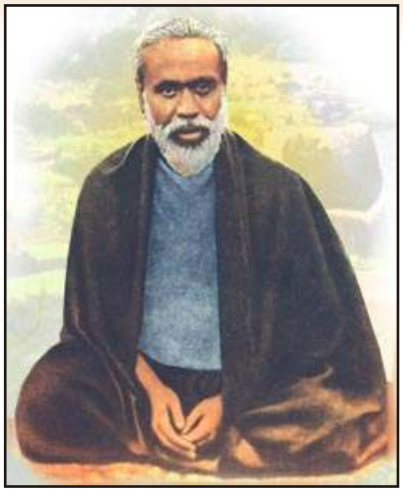

আলুভা, কেরল

আলুভা কেন্দ্রে সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ন টা ও বিকেল পাঁচটায় সৎসঙ্গ পরিচালিত হয়। লালাজীর জীবনের উপর এক ভিডিও প্রদর্শিত হয়, যা সহজ মার্গের মূল তত্ত্বে সম্পৃক্ত। হিন্দী ভাষার ভিডিও পরে মালায়ালাম্ ভাষায় অনুবাদ করে দেওয়া হয়। সমবেত সকলের মধ্যে ঐ অনুবাদ পড়ে শোনানো হয়। এর ফলে সকলে গুরুদেবের সতত– স্মরণে থাকার সুযোগ পায়।

গুলবর্গা, কর্নাটক

গুলবর্গা জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় ২৮০ জন অভ্যাসী ও ৭০ জন শিশু এই একদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অভ্যাসীরা উৎসবের একদিন আগে থেকে সেখানে আসতে শুরু করে। আশ্রমে রাতে থাকা–খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ২রা ফেব্রুয়ারী সকাল ন টায় সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। প্রাতঃরাশের পর লালাজীর জীবনের উপর এক ভিডিও দেখানো হয়। মধ্যাহ্নভোজের পর শিশুদের আবৃত্তি ও অভ্যাসীদের কতক ভজন পরিবেশিত হয়। বিকেল পাঁচটায় সৎসঙ্গ পরিচালিত হয়। সারাদিনের দিব্য করুণাসিক্ত বাতাবরণ অভ্যাসীদের কাছে এক বিশেষ অভিজ্ঞতা। খুব সাধারণভাবে আয়োজিত সামগ্রিক অনুষ্ঠানের প্রেমময় পরিবেশ অভ্যাসীদের মুগ্ধ করে।

VGT, অন্ধ্রপ্রদেশ

গুন্টুর জেলায় কাজিপেটে অধিকৃত ৫০ একর নতুন জমিতে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নিকটবর্তী কেন্দ্রগুলি থেকে আসা প্রায় ১০০০ জন অভ্যাসী ও শিশু এতে অংশ নেন। সকালে সৎসঙ্গের পর লালাজী মহারাজের জীবন ও শিক্ষার কিছু অংশ পাঠ করা হয়। সহজ মার্গের সুধারসে সম্পৃক্ত এক ছোট্ট নাটিকা আগামী প্রজন্মের উপর সহজ মার্গের সুফল ও আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের প্রতিশ্রুতিকে সুচারুভাবে তুলে ধরে। যুগ্ম–সম্পাদক এ.পি. দুরাই এর উপস্থিতি অভ্যাসীদের অনুপ্রাণিত করে। তিনি সন্ধ্যার সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং প্রশিক্ষকদের মিটিংএ সভাপতিত্ব করেন।

কটক, ওড়িশা

দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে ওড়িশার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রায় ১৬০ জন অভ্যাসী অংশগ্রহণ করেন। ১লা ফেব্রুয়ারী সৎসঙ্গের পর গুরুদেবের প্রদত্ত বিভিন্ন ভাষণ থেকে মিশনের উন্নতি, বিশ্বজনীন আর্থিক সংকট এবং মিশনের উন্নতিসাধনে বিপুল সংখ্যক অভ্যাসীদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে আলোচনা করা হয়। ২রা ফেব্রুয়ারী সৎসঙ্গ এর পর প্রদত্ত ভাষণে লালাজী নির্দেশিত কিছু মূলতত্ত্ব তুলে ধরা হয়, যা কিনা সহজমার্গের এক অবিচ্ছেদ্য বিষয়। স্ব–নিয়মানুবর্তীতা, প্রত্যাশাহীন সেবা, নিজেকে গুরুদেবের কাজের উপযুক্ত করে তোলার মাধ্যমে নিজেদের পরিবর্তন করার মত বিষয়গুলি সেদিন আলোচিত হয়।

অভ্যাসীদের অভিজ্ঞতামূলক অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে মিশন ও গুরুদেবের উপর বিশ্বাস এবং আত্মসমীক্ষা কিভাবে করা সম্ভব তা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়।

সন্ধ্যায় তরুণ অভ্যাসী ও শিশুরা এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অবিরাম দিব্য করুণাপুষ্ট বাতাবরণের অভিজ্ঞতা সেদিনের উপস্থিত সব অভ্যাসীকে আপ্লুত করে দেয়।

মুম্বাই, মহারাষ্ট্র

মুম্বাই কেন্দ্রের বিপুল সংখ্যক অভ্যাসী উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে উৎসবে যোগ দেন। রবিবার সকালে সৎসঙ্গ – এরপর ভজন পরিবেশনা, লালাজী মহারাজের শিক্ষা থেকে অভ্যাসীদের কর্তব্য বিষয়ে বক্তব্য পেশ করা হয়। বিকালে যুবগোষ্ঠীর পরিবেশিত 'মধ্যপ্রাচ্যের সুফি সন্তদের' উপর এক ছোট্ট নাটিকা আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় আলোড়ন জাগায়।

আশ্রমের স্বর্গীয় প্রশান্তময় পরিবেশে দুদিন কাটিয়ে অভ্যাসীরা সান্ধ্যকালীন ধ্যানের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করে।

আহমেদনগর, মহারাষ্ট্র

মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রায় ২১৬ জন অভ্যাসী এ দিনের পবিত্র উৎসবে যোগ দেন। সকালে সৎসঙ্গের পর ভজন, শিশুদের ছোট নাটিকা, আলোচনা ও লালাজীর স্মরণে কিছু বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। এর পাশাপাশি আধ্যাত্মিকতায় অংশ নিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য এক মুক্ত আলোচনাচক্র র আয়োজন করা হয়েছিল। সাতারা থেকে আগতা ভগিণী কালে ও শ্রীভাল থেকে আগত ভ্রাতা আর.ডি.কুলকার্ণি এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ভ্রাতা সুভাষ বৈদ্য এ হেন উৎসবের সুফল সঠিকভাবে ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, আমাদের প্রিয়তম গুরুদেবের কাছ থেকে আমরা যা কিছু পাচ্ছি তা মুক্ত চিত্তে উজাড় করে বিলিয়ে দিতে, যাতে তাঁর অপার করুণা প্রবাহ চির অব্যাহত থাকে।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন®
ইকোজ ইন্ডিয়া
আঞ্চলিক কার্যক্রম
মার্চ ২০০৯ কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা

ভালসাদে ধ্যান কক্ষের উদ্‌ঘাটন

শ্রদ্ধেয় লালাজী মহারাজের জন্মদিনে ভ্রাঃ রাজাগোপালন ভালসাদে ধ্যান কক্ষের উদ্‌ঘাটন করেন। এর ফলে রবিবারের সৎসঙ্গ সেখানে শুরু হয়ে যায়। দক্ষিণ গুজরাটের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩০০ অভ্যাসী সেখানে সমবেত হন। লালাজী মহারাজের উপর ভিডিও প্রদর্শন ও অভ্যাসীদের বক্তৃতা ও প্রশিক্ষক সমাবেশ – ঐ দিনের অনুষ্ঠানের কার্যসূচীর অন্তর্গত ছিল।

প্রায় দেড় একর জমির উপর এই আশ্রম গড়ে উঠেছে, মুম্বাই–দিল্লী সংযোগকারী ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে ৪ কিমি দূরে ভালসাদ–ধরমপুর রাজ্য সড়কের কাছে এই আশ্রম অবস্থিত। ধ্যান কক্ষে ২৫০ জন অভ্যাসীর বসার সুবিধা আছে। আশ্রমে শিশুদের পৃথক জায়গা, শৌচাগার, জিনিসপত্র রাখার ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা কেবিনের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ভালসাদে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে নিকটবর্তী সুরাট, নভসারী এবং ভাপী কেন্দ্রে সৎসঙ্গ পরিচালিত হয়েছিল।

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসুচী (PTP - Batch I)

মালামপুঝা রিট্রিট কেন্দ্রে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসুচীর প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ তামিলনাড়ু, ২বি জোন থেকে প্রায় ৪৬ জন প্রশিক্ষক এই অধিবেশনে যোগ দেন। যে সব বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয় তা হল, আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষকের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়, প্রশিক্ষকের কাজ এবং দল পরিচালনা ও সমতান বজায় রাখা। বিষয়গুলি খুব আন্তরিক ও সুচারুভাবে উপস্থাপন করা হয়। অংশগ্রহণকারীদের হার্দিক সহযোগিতা সমগ্র অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলে। এই অনুষ্ঠানের জন্য মালামপুঝা রিট্রিট কেন্দ্রে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রায় দশ ঘন্টা ব্যাপী চলে। মাঝে মাঝে অবশ্যই চা–পান ও ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। দুদিনের এই অনুষ্ঠানের জন্য সকলে গুরুদেবের প্রতি যারপরনাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, কারণ একমাত্র তাঁর অসীম করুণা ও প্রেমানুভূতির জন্য এই সমাবেশ সম্ভব হয়।.

আলুভা, কেরল – প্রশিক্ষণ আলোচনাচক্র

৩১শে জানুয়ারী ও ১লা ফেব্রুয়ারী ২০০৯। আলুভায় দুদিন ব্যপী সারা কেরল প্রশিক্ষক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাচক্রে সভাপতিত্ব করেন ZIC ভ্রাঃ কে.ইউ.মোহন। এই অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল– সম্প্রতি চেন্নাইতে অনুষ্ঠিত ZIC/CIC কর্মশালায় আলোচিত মূল বিষয়গুলির প্রতি কতক আলোকপাত করা ও একে অপরের সঙ্গে মত বিনিময় করা। চেন্নাইয়ের ধাঁচেই এই আলোচনাচক্র পরিচালিত হয়। তিনজন বক্তা বক্তব্য রাখেন। প্রত্যেকে এগারোটি বিষয় তত্ত্বাবধান করেন। যেমন – CIC –র দায়িত্ব, চরিত্র নির্মাণ, আশ্রম, SRCM বিবাহ,পুস্তক বিক্রি, প্রকাশনা, নিরাপত্তা, হিসাব রক্ষণ ইত্যাদি। এই আলোচনচক্র কর্মকর্তাদের কাজে খুব উপযোগী ছিল, কারণ তাঁরা এর ফলে কাজের একটা সঠিক দিক নির্দেশের অবকাশ পান।

উত্তর কর্ণাটক প্রশিক্ষক আলোচনা চক্র

২৫শে ডিসেম্বর ২০০৮ উত্তর কর্নাটকের প্রশিক্ষকদের এক আলোচনা চক্র গুলবর্গা আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়। ৩০ জন প্রশিক্ষক এতে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভ্রাঃ রাজু কাশামপুরকর বক্তব্য রাখেন অন্যান্য বিষয়সূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল– কাজের উপর প্রতিফলন, দলগত আলোচনা, কেন্দ্র – কেন্দ্রিক কাজকর্ম, যেমন মুক্ত আলোচনা চক্র, অভ্যাসী প্রশিক্ষক কর্মসূচী, সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান, নিকটবর্তী কেন্দ্রে সিটিং এর জন্য তালিকা প্রস্তুত করা– এসব বিষয়ে আলোচনার পর এক প্রশ্ন–উত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। গুরুদেবের প্রদত্ত ভাষণের CD বিশেষ করে যাতে প্রশিক্ষকদের বিষয়ে উল্লেখ আছে, তা চালানো হয়। এরপর সন্ধ্যাবেলা সৎসঙ্গ পরিচালিত হয়। উপস্থিত প্রত্যেক প্রশিক্ষক সামগ্রিক অনুষ্ঠানে খুবই উপকৃত হন।

"একজন ব্যক্তি ও ঈশ্বরের মধ্যে যে বাধা, তা হল অহং। আর এই অহং যখন দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়, সমর্পণ করে দেওয়া হয়, তখন একমাত্র ঈশ্বর স্বয়ং সেইস্থান গ্রহন করেন। –– চারিজী।"

শ্রীরামচন্দ্র মিশন®
ইকোজ ইন্ডিয়া
আঞ্চলিক কার্যক্রম
মার্চ ২০০৯ কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা

চরিত্র নির্মাণ বিষয়ক অভ্যাসী প্রশিক্ষণ শিবির

৪ঠা জানুয়ারী ২০০৮ । আসামের ডিগ্‌বয় কেন্দ্রে এক সারাদিন ব্যাপী অভ্যাসী প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজিত হয় । নিকটবর্তী তিনসুকিয়া, তেজপুর, জোরহাট, শিবসাগর, দুলিয়াজান, নাহারকাটিয়া, ডিব্রুগড়, দুম্‌দুমা ও অরুণাচল রাজ্যের কিছু কেন্দ্র থেকে প্রায় ২০০ অভ্যাসী এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

শ্রদ্ধেয় গুরুদেবের সম্প্রতি প্রদত্ত ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে অভ্যাসীদের চরিত্র নির্মাণের উপর বিশেষ করে আলোকপাত করা হয়। গৌহাটি কেন্দ্রের ভ্রাঃ অশোক সেনগুপ্ত তাঁর উপস্থাপনায় শ্রদ্ধেয় লালাজীর লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, "একজন ব্যক্তি, সে আধ্যাত্মিকতায় যতই উন্নত হোক না কেন, যদি সে অনৈতিক মানসিকতার হয়, তাহলে আধ্যাত্মিকতার কিছুমাত্র শ্বাস তাকে স্পর্শ করতে পারেনি"। এছাড়া আরও বলা হয় যে, "গুরুদেব আমাদের প্রগতির দায়িত্বে আসীন, কিন্তু চরিত্র নির্মাণের দায়িত্ব আমাদের নিজেদের হাতে" । সবচেয়ে বড় কথা হল, বাবুজীর মতে – পরিবর্তন আনয়নের পথে সবার আগেই "নিজের কাছে নিজেকে সৎ হতে হবে"। আলোচনার পর সুদীর্ঘ প্রশ্নোত্তর পর্বে সকল, বিশেষ করে তরুণদল বেশী আগ্রহ সহকারে অংশগ্রহণ করে, যা উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের আরও নিজেদের প্রতি সচেতন হতে উৎসাহিত করে।

ভদ্রাবতী, কর্নাটক

১৯২২ এর প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে শ্রী এম. বিশ্বেশ্বর এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা প্রথম ইস্পাত শিল্পনগরী এই প্রথম গত ২রা ফেব্রুয়ারী মিশনের উৎসব উদ্‌যাপনের আস্বাদ গ্রহণ করল।

২০০৮ সালের আগষ্ট মাসে তিনজন অভ্যাসী নিয়ে গড়ে ওঠা এই কেন্দ্রে এখন অভ্যাসী সংখ্যা ৩০ জন। গুরুদেবের আশীর্বাদে ও স্থানীয় অভ্যাসী, স্বেচ্ছাসেবী ও সিমোগা, তিপ্‌তুর, ব্যাঙ্গালুরু থেকে আগত প্রশিক্ষকদের উদ্যোগে কেন্দ্রের প্রগতি ত্বরান্বিত হচ্ছে । ভগিণী নাগমণির বাড়িতে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় । স্থানীয় অভ্যাসীরা খাবারের আয়োজন করেন । ভগিণী রূপা ও ভ্রাতা প্রমোদ ব্যাঙ্গালুরু থেকে সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠানে লালাজী মহারাজের উপর ভিডিও দেখানো হয় ও সাধনা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়। গুরুদেবের কথামালার উপর এক মূক হেঁয়ালী অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ যোগ করে। তরুণ স্বেচ্ছাসেবীদের উদ্দীপনা ও অভ্যাসীদের উৎসাহ এই নতুন কেন্দ্রের নিঃসন্দেহে এক বিরল বিশেষত্ব।

যুব আলোচনাচক্র – ভবিষ্যতের প্রস্তুতি

২৪ থেকে ২৬শে জানুয়ারী ২০০৯, ব্যাঙ্গালুরুতে তিনদিন ব্যাপী এক আবাসিক যুব আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয় । অনুষ্ঠানে আলোচনার বিষয় ছিল– "ভবিষ্যতের প্রস্তুতি" । ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সের ২৫ জন অভ্যাসী এতে অংশ নেন। প্রত্যেক দিন সৎসঙ্গ দিয়ে দিনের শুরু এবং এরপর নানা বিষয়ের উপর আলোচনা, ভাষণ ও সন্ধ্যায় স্বেচ্ছাসেবীর কাজ– এই ছিল রোজ–নামচা । প্রথম দিনে আলোকপাত করা হয়, চরিত্র নির্মাণ, দলগত কাজ, ভ্রাতৃত্ব এবং সহজ মার্গের মূল ভিত্তির উপর । প্রত্যেক অভ্যাসী গভীরভাবে বিষয়ের গহনে অবগাহন করেছিল । দ্বিতীয় দিন মিশনের বিভিন্ন কাজকর্মের উপর আলোকপাত করা হয় । এরপর অভ্যাসীরা তাদের পছন্দমত কাজ বেছে নিয়ে আন্তরিকভাবে তা সম্পাদন করতে শুরু করে। তৃতীয় দিনে অভ্যাসীদের নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে দেখা যায় এবং সে ক্ষেত্রে একটা বিশেষ অনুভব যা সকলের ক্ষেত্রে এক, তা হল তাদের জীবনে গুরুদেবের প্রভাব। অলোচনাচক্রে অভ্যাসীদের ছোট নাটিকা, দল গড়ে তোলার শিক্ষামূলক ক্রীড়া, আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে অর্থবহ বিশেষ বিশেষ সিনেমা প্রদর্শনের ব্যবস্থা ছিল, যা তারা অনেক রাত পর্যন্ত উপভোগ করে। যুবগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান উদ্দীপনা লক্ষ্য করার মত বিষয় । তাদের প্রবল উৎসাহ, মিশনের কাজে মনযোগ সব মিলিয়ে একটা বিষয় স্পষ্ট যে তারা তাদের কর্মশক্তি সঠিক পথে চালিত করছে।

চন্দ্রপুরে অভ্যাসী প্রশিক্ষণ কার্যসূচী

সাধনা করার বিষয়ে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে গত ২৮শে ডিসেম্বর ২০০৮এ চন্দ্রপুরে (মহারাষ্ট্র) হিন্দীতে এক অভ্যাসী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। সহজ মার্গ সাধনা ও দর্শনকে উপস্থাপন করাই ছিল এই কার্যক্রমের মূখ্য উদ্দেশ্য। সকালে সৎসঙ্গের পর গুরুদেব প্রদত্ত হিন্দী ভাষণের CD চালানো হয়, যার বিষয় ছিল, "ঈশ্বর সে সমৃদ্ধ জোড়" (ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোল)। বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তব্য পেশ করা হয়, যেমন– মানব জীবনের লক্ষ্য, গুরুর ভূমিকা, প্রার্থনা, ধ্যান, সাফাই এবং ডায়েরী লেখার গুরুত্ব। বিকেলের অধিবেশনে কয়েকজন বক্তা সহজ মার্গ সাধনার বিভিন্ন দিক তাদের ভাষণে তুলে ধরেন। সঠিকভাবে ব্যক্তিগত সাধনায় আগ্রহ অনুধাবন করার জন্য কিছু প্রশ্নপত্র অভ্যাসীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় সৎসঙ্গের পর অনুষ্ঠান শেষ হয়।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন®
ইকোজ ইন্ডিয়া
আঞ্চলিক কার্যক্রম
মার্চ ২০০৯ কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা

ঔরঙ্গাবাদে শিশুদের কর্মশালা

১৮ই জানুয়ারী ২০০৯। ঔরঙ্গাবাদে শিশুদের জন্য একদিন ব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ৫–১২ বছর বয়সের ২৫ জন শিশু–ক্রীড়া–কৌতুকছলে জীবন যাপনের সঠিক পথের জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পায়। প্রার্থনা দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু। এরপর আঁকা প্রতিযোগিতা। এক অভিনব মত বিনিময় অধিবেশনে শিশুরা প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ও ধর্ম চিহ্নিত করে ও ব্যাখ্যা করে। সবচেয়ে লক্ষ্য করার বিষয় ছিল যে, বাচ্চারা কত সুন্দর নিজেদের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। আশা, সংরক্ষণ ও কৃতঙ্গতা বিষয় সম্বলিত কাহিনী বাচ্চাদের সেদিন শোনানো হয়।

রাঁচিতে VBSE প্রশিক্ষক উন্নয়ন কর্মসূচী

৩–৪ জানুয়ারী ২০০৯। রাঁচিতে দু দিনের রাজ্যভিত্তিক এক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল– ঝাড়খন্ড রাজ্যে VBSE কার্যক্রমকে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া। প্রায় ৫৯ জন প্রতিনিধি এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন । কোলকাতা থেকে আগত প্রশিক্ষক ভ্রাঃ অরুণ দাভে ও ভঃ লীনা দাভে অনুষ্ঠানের পুরভাগে ছিলেন। এছাড়া ZIC ভ্রাঃ ডঃ জি. এম. ভাটনগর ও ভ্রাঃ অরুণ লাল এবং মনোজ তিওয়ারী অনুষ্ঠান পরিচালনায় অংশ নেন। যে সব কেন্দ্র এখনো VBSE কার্যসূচী গ্রহণ করেনি, তারা কিভাবে তা ফলপ্রসু করতে পারে সে বিষয়ে প্রশিক্ষকরা আলোকপাত করেন। আরও বলা হয় যে, এর মাধ্যমে আমরা যেখানেই সুযোগ পাব সেখানেই মূল্যবোধের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবো। যদিও VBSE কার্যক্রম মূলতঃ স্কুলের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে, কিন্তু কখনোই তা স্কুলের গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। অভ্যাসীর জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে VBSE কাজে লাগানো উচিত। শিক্ষকদের এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ভ্রাঃ দাভে তাঁর মতামত পেশ করেন। কারন এই শিক্ষকরাই হলেন VBSE–র প্রকৃত বাহক। আর এভাবেই আমরা প্রত্যেককে আধ্যাত্মিকতার দিকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করতে পারবো। জনসমক্ষে কিভাবে বলা যেতে পারে সেই প্রসঙ্গে ভঃ লীনা দাভে কিছু ইঙ্গিত দেন।

ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন ও অস্তিত্বের ভারসাম্যতার উপর ভ্রাঃ মনোজ তিওয়ারী বক্তব্য পেশ করেন। অংশগ্রহণকারীরা তাদের পছন্দমত বিষয় উপস্থাপন করেন এবং তাদের মতপ্রকাশ ও বাচনভঙ্গীর দক্ষতা উন্নত করার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়। কেন্দ্রের ভবিষ্যতের কাজকর্মের বিষয়ে আলোচনা কালে প্রস্তাব রাখা হয় যে, আগামী দিনের কর্মসূচী আরও মনোগ্রাহী করে তোলার জন্য গল্প ও নানারকম পরীক্ষামূলক উদাহরণের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিষয়ে দুটো CD সব কেন্দ্রকে প্রদান করা হয়।

মানসিক চাপ সংবরণ ও ভারসাম্যযুক্ত উন্নয়ন

মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। ইন্দোরের গুরু দত্তত্রয় ইন্স্টিটিউট্ অব টেক্নোলজি (GDIT) ও ইন্দোর বিশ্ববিদ্যালয় তাদের মধ্যে অন্যতম। তাছাড়া ইন্দোরের ২০০ কিমি দূরে রাজগড় কেন্দ্রও ঐ তালিকার অন্তর্ভুক্ত। আলোচনার বিষয় বস্তু ছিল – "মানসিক চাপ সংবরণ ও ভারসাম্যযুক্ত উন্নয়ন" । আধ্যাত্মিক অনুশীলনের গুরুত্ব ব্যক্ত করে বলা হয় যে, অনিয়ন্ত্রিত মনের কারণে আমরা মানসিক চাপ সৃষ্টি করি এবং নিয়মিত ধ্যানের সাধনা দ্বারা মনের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। আধ্যাত্মিকতা আমাদের বাহ্যিক ও আত্মিক জগতের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

সহজমার্গের উপর এক পরিচিতিমূলক উপস্থাপনা শ্রোতাদের সামনে পেশ করা হয়। GDIT তে ৩০ জন শিক্ষক ও ২০০ জন ছাত্র অনুষ্ঠানে অংশ নেন। রাজগড় কেন্দ্রের অভ্যাসীরা নিকটবর্তী খিলচিপুর, কুরাবার এবং বাওড়া কেন্দ্রের সহযোগিতায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রায় ১২৫ জন ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে ৩৫ জন সাধনা শুরু করেন। মোরেনাতে অনুষ্ঠিত এক মুক্ত আলোচনা চক্রে যোগদানকারী ৮০ জন ইচ্ছুক ব্যক্তির মধ্যে ৩৩ জন সাধনা শুরু করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সহজমার্গের বিষয়ে পরিচিতি প্রদান, সোলাপুর

সোলাপুর সরকারী মেডিক্যাল কলেজের অভ্যাসী ছাত্ররা সেখানকার B.I.G. ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের মধ্যে গত ১৯ এবং ২০শ জানুয়ারী সহজমার্গের সম্যক পরিচিতি অবগত করান। প্রত্যেক অধিবেশনে প্রায় ৩০০ জন ছাত্র যোগ দেন।

সহজমার্গের তরুণ বক্তারা খুব সুন্দর ভাবে সহজমার্গে ধ্যানের উপযোগিতা, বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে এর ফলপ্রসূতার ব্যাখ্যা করেন। উপস্থিত ছাত্র শ্রোতারা তাদের সমবয়সীদের মুখ থেকে এ হেন আত্মপ্রত্যয় সম্বলিত ভাষণে খুবই অনুপ্রাণিত। ভাষণের পর প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয় এবং ১২৫ জন ছাত্র অনুশীলন শুরু করতে এগিয়ে আসেন। আগ্রহী ছাত্রদের প্রাথমিক বই গুলো দেওয়া হয় এবং যারা সাধনা শুরু করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা নিয়ে হস্টেলে সিটিং এর ব্যবস্থা করা হয়। এ হেন বিপুল সাড়া পাওয়ায় আমরা এরপর বি. এম. ইন্স্টিটিউট্ অব্ টেক্নোলজি, সোলাপুর কলেজে যোগাযোগ করতে উদ্বুদ্ধ হই। তারা আমাদের প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়। স্বেচ্ছাসেবীরা একে "কাজের পুরস্কার আরও কাজ"– এই মানসিকতায় গুরুদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় গ্রহণ করে।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন®
ইকোজ ইন্ডিয়া
আঞ্চলিক কার্যক্রম
মার্চ ২০০৯ কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা

অভ্যাসীদের সঙ্গে যোগসূত্র

চেন্নাই কেন্দ্রে নথীভুক্ত অভ্যাসী সংখ্যা ৮৫০০ । কিন্তু রবিবারের সৎসঙ্গে মানাপাক্কাম্ আশ্রমে নিয়মিত উপস্থিতির সংখ্যা ২৫০০ । গত ২৮শে ডিসেম্বর চেন্নাই উপকেন্দ্র ক্রমপেটে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । সব নথীভুক্ত অভ্যাসীদের আমন্ত্রণ জানান হয় । কিন্তু ১২০ জন অভ্যাসী ঐ দিন অনুষ্ঠানে যোগ দেন । দুটি ছোট বক্তৃতা – প্রথমটি একজন স্থানীয় প্রশিক্ষকের আর দ্বিতীয়টি একজন অভ্যাসীর অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি – এদিনের অনুষ্ঠানের বিষয়সূচী ছিল । অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি সুন্দরভাবে বলেন যে, সহজমার্গ সাধনার মাধ্যমে তিনি কিভাবে উপকৃত হয়েছেন । এরপর চলে প্রশ্নোত্তর পর্ব । এর ফলে উপস্থিত অনেকে তাদের নানা সংশয় ও সন্দেহ পরিষ্কার করে নিতে পারেন এবং নিয়মিত সাধনার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হন । দু–ঘন্টার এই আলোচনা শেষে সৎসঙ্গ পরিচালনা করা হয় ।

গুরুদেব বারবার "বিক্রয় পরবর্তী সেবা"–এই মানসিকতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন । প্রত্যেক অভ্যাসী তার অন্তরের চাহিদার প্রয়োজনে সাধনা শুরু করে । অভ্যাসীদের সংস্পর্শে থেকে, তাদের সাধনায় প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই আলোচনাচক্রের মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে ।

ব্যক্তিগত চরিত্র আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি

১৩–১৪ই ডিসেম্বর ২০০৮ । ভ্রাতা অজয় ভট্টরের চিন্তা ও পরিকল্পনা প্রসূত উক্ত বিষয়ের উপর পানভিল বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রমে ৩০ থেকে ৫০ বছর বয়স্ক অভ্যাসীদের মধ্যে দু' দিন ব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কার্যসূচী নেওয়া হয় । ২০০৮এর অক্টোবরে পুনেতে যুব সমাবেশের সফলতার পর একই ধরণের অনুষ্ঠান বয়স্ক অভ্যাসীদের মধ্যে করার জন্য এক উদ্দীপনা দানা বাঁধে ।

বক্তৃতা, ছোট নাটিকা, কুইজ্, শিক্ষামূলকক্রীড়া এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল । এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের উপর উপস্থাপনা করা হয়, যেমন– 'শুধু তাঁকেই দেখো' , চরিত্র জীবনকে সুরক্ষিত করে, ভ্রাতৃত্ব, সহজমার্গ তোমার মধ্যে প্রতিফলিত হোক, সেবার মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জন করো । নিকটবর্তী পুনে ও নাসিক কেন্দ্রের অভ্যাসীরা এতে অংশ নেন । ঠাসা কর্মসূচী একের পর এক চলতে থাকে এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে আত্মসমীক্ষা ও ডায়েরী লেখার জন্য অনেক সময় বরাদ্দ ছিল । অনুষ্ঠানের প্রতিটি বিষয় ভ্রাতা অজয় ভট্টের সঙ্গে পরামর্শ করে চুড়ান্ত রূপ দেওয়া হয় । প্রতিটি বিষয় একে অপরের সঙ্গে এমনভাবে সম্পৃক্ত ছিল যে, শেষে মনে হয় দুদিনের সময় বোধ হয় খুব কম হয়ে গেল । অনুষ্ঠান শেষে এ ধরনের কার্যক্রম আরও আয়োজন করার প্রস্তাব গৃহীত হয় ।

উত্তর অন্ধ্র প্রদেশে কয়লা অঞ্চলে সমাবেশ

অন্ধ্রপ্রদেশের উত্তরাঞ্চল যা কয়লা অঞ্চল নামে পরিচিত, সেখানে ৫০ কিমির মধ্যে মিশনের অনেকগুলো কেন্দ্র অল্প সময়ের মধ্যে গড়ে উঠেছে । এ ব্যাপারে কয়লাখনি কর্তৃপক্ষের অকুন্ঠ সহযোগিতা পাওয়া গিয়েছে, কারণ তাদের অনেকেই মিশনের অভ্যাসী ।

২৫শে জানুয়ারী রবিবার, নিকটবর্তী কেন্দ্রের প্রায় ২০০ জন অভ্যাসী মানচেরিয়াল ট্রেনিং ইন্স্টিটিউটে প্রথম সৎসঙ্গে সমবেত হন । উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশের ZIC হায়েদ্রাবাদ থেকে এখানে আসেন সৎসঙ্গে যোগ দেবার জন্য ।

মানচেরিয়ালের পর নতুন কেন্দ্র গোলেটিতে অভ্যাসী সমাবেশ হয় । একদম শূন্য থেকে আজ প্রায় ২০ জন অভ্যাসী অল্পদিনের মধ্যে এই কেন্দ্রে নিয়মিত অভ্যাস করছেন । খনি কর্তৃপক্ষের উৎসাহ ও সহযোগিতায় একটা পুরানো বাড়ি মেরামত করে মিশনের ভবিষ্যৎ কাজকর্মের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে । গোলেটিতে সৎসঙ্গ শেষ করে একদল অভ্যাসী বেলামপালে আশ্রমে যান । সেখানে প্রায় ৮০ জন অভ্যাসী সৎসঙ্গে সামিল হন । ভ্রমণরত অভ্যাসীরা গোদাবরীখনিতে রাত্রি অতিবাহিত করেন । পরদিন ২৬শে জানুয়ারী গোদাবরীখনি আশ্রমে সকাল ৬.৩০ মিনিটে সৎসঙ্গ শুরু হয় । প্রাতঃরাশের পর ঐ দল জয়পুর আশ্রমে যান । গোদাবরী নদীর উত্তরে স্বল্প দূরত্বে তা অবস্থিত ।

নিম, পিপুলের ছায়াতলে সকাল ১০টায় সৎসঙ্গ পরিচালিত হয় । জায়গাটি ছিল গুরুদেবের উপস্থিতির দিব্যসুধারসে সিক্ত ।

জম্মুতে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবির

সমাজের বিভিন্ন মহলে সহজমার্গ বিষয়ে কথা বলতে পারার মত যোগ্য অভ্যাসী তৈরীর জন্য জম্মুতে গত ২৭শে ডিসেম্বর ২০০৮এ তিনদিনের এক আবাসিক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয় । এতে ৭ জন প্রশিক্ষক সহ মোট ২৪ জন জম্মু ও হিমাচল প্রদেশ থেকে অংশগ্রহন করেন । প্রত্যেককে আলাদা আলাদা বিষয়ের উপর কিছু বলার জন্য একসপ্তাহ আগে প্রস্তুতি নিতে বলা হয় । দিল্লী থেকে ৪ জন প্রশিক্ষক অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য আসেন । তাঁরা প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে মতবিনিময় করে তাদের দক্ষতা, দুর্বলতা এবং তাদের আরও উন্নতি সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় ইতিবাচক দিক নির্দেশ করেন । অংশগ্রহণকারীরা এ হেন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে যারপরনাই উপকৃত হন ।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন®
ইকোজ ইন্ডিয়া
জ্যোতির্বিন্দু
মার্চ ২০০৯ কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা

সাহজাহানপুর আশ্রম

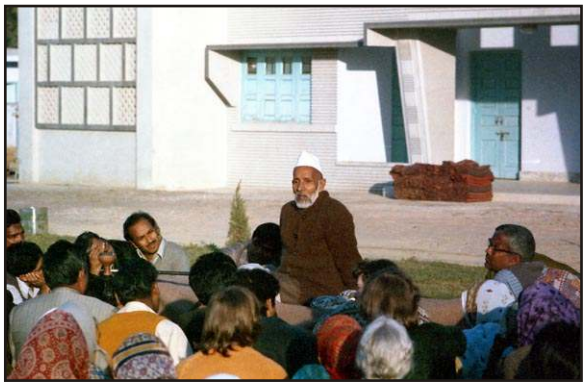

সাহজাহানপুর আশ্রম নির্মাণ, বাবুজী মহারাজের তাঁর গুরু ফতেগড় নিবাসী লালাজী মহারাজের প্রতি প্রেম নিবেদনের এক অন্যতম দৃষ্টান্ত। বাবুজী অতি সাগ্রহে এ বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করেন। আশ্রমের জন্য উপযুক্ত জমি সংগ্রহ করা থেকে শুরু করে শেষ অবধি প্রতিটি বিষয়ে তিনি ছিলেন সযত্ন। তিনি নিজে আশ্রম চত্বরে একটা মার্বেল পাথর বসাতে নির্দেশ দেন, যাতে খোদাই করা থাকবে – 'সাহজাহানপুর – সহজমার্গ পদ্ধতির জন্মস্থান'। রেল স্টেশন থেকে আশ্রমের দূরত্ব ৮ কিমি আর বাস স্ট্যান্ড থেকে প্রায় ৭ কিমি।

১৫ একর জমির উপর এই আশ্রম গড়ে উঠেছে, যা সাহজাহানপুর – হারদৈ ২৪ নং জাতীয় সড়কের সংযোগস্থলে অবস্থিত। আশ্রমে ধ্যানের জন্য নির্ধারিত হল– ধ্যান কক্ষ বাবুজীর তত্বাবধানে ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৬ এর মধ্যে গড়ে ওঠে। ১৯৭৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী বসন্ত উৎসবের সময় বাবুজী এই ধ্যান কক্ষ তাঁর গুরু লালাজীর নামে উৎসর্গ করেন। ধ্যান কক্ষে প্রায় ৮০০ জন অভ্যাসীর বসার ব্যবস্থা আছে। তিনটি বারান্দা পরিবেষ্টিত হলের পূর্বদিকে একটা মঞ্চ। মঞ্চের পিছনের দেয়ালে স্টেইন্ড্ গ্লাসের তৈরি মিশনের প্রতীক স্থাপিত করা আছে, যা ক্যানাডার এক অভ্যাসী দান করেন। পূর্ব দিকে প্রতীকটি স্থাপিত হওয়ায় তা উদীয়মান সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে রং বদলাতে থাকে। মেঝের আকর্ষণীয় সবুজ মার্বেল পাথর আমেদাবাদের কাছে আম্বাজী পাহাড় থেকে আনা হয়েছিল। এই হলটি এমনই প্রাকৃতিক ভাবে তৈরী যে, গরমকালে ঠান্ডা ও শীতকালে উষ্ণতা বজায় রাখতে পারে। হলের বাইরে চারপাশে লাল আগ্রা পাথরের মেঝে এবং দেয়াল সাদা আগ্রা পাথরে মোড়া। সাধারণ মানের দোতলা বাড়ির নীচের তলায় দুটি বহুশয্যাবিশিষ্ট শয়ন কক্ষ। একটা ভাইদের জন্য ও অন্যটা বোনেদের জন্য। উপরের তলায় চোদ্দটা ঘর আছে। ঐ চোদ্দটা ঘরের মধ্যে একটা ঘর বাবুজী তাঁর পিতা রায়বাহাদুর শ্রীবদ্রীপ্রসাদজীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে দান করেন। অপরটি চারিজী তাঁর মা জানকীদেবীর নামে দান করেন।

আশ্রমে বাবুজী মহারাজের সমাধিস্থল, বিরাট রান্নাঘর ও খাবার ঘর আছে। বাবুজীর কুটির ও গুরুদেবের কুটির ধ্যান কক্ষের দুইদিকে দুটি বিদ্যমান। আশ্রমের পশ্চিমদিকের দুটি প্রধান ফটকের মাঝখানে এক সুদৃশ্য ঝর্ণা তিনকোনা থামের সাহায্যে বসানো আছে। যার উপর লাল পাথরে তৈরী মিশনের প্রতীক আঁকা আছে। চারদিক তামার আবরণ ও রঙিন ওয়াটার জেট দিয়ে পরিবেষ্টিত। ঝর্ণার প্রতিটি দিকে চারটি আর্চ, এর নির্মাণ শৈলীকে সুন্দর করে তুলেছে।

আশ্রমের মাঝখানে সবুজ ঘন বনভূমি, যেখানে বিভিন্ন পাখী সামাগম হয়। বাবুজীর লাগানো কদম গাছ বিগত ৩৩ বছর ধরে আজও শোভা বর্ধন করে চলেছে।

To subscribe to this Newsletter please visit
http://www.srcm.org/centers/as/in/newsletter/index.jsp
For feedback, suggestions and news articles please send email to
in.newsletter@srcm.org

© 2009 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved.
"Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", "SRCM", "Constant Remembrance" and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.
This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM.